সত্য প্রচার
নামক বিজ্ঞাপন অসারতা

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা
হাদিয়ে জামান - সুপ্রসদ্ধি পীর শাহ্‌সুফী
আলহাজ্জ হজরত মাওলানা —
মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)
কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

—ঃঃ —

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী খ্যাতনামা
পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, ফকিহ শাহ্ সুফী
আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—
মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)
কর্ত্তৃক প্রণীত ও

তদীয় ছাহেবজাদা শাহ্ সুফী জনাব হজরত পীরজাদা মাওলানা —
মোহাম্মদ আব্দুল মাজেদ (রহঃ) এর পুত্রগণের পক্ষে
মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্ত্তৃক
বশিরহাট "নবনূর প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ সন ঃ ১৪১০ সাল

সাহায্য মূল্য ঃ ৭ টাকা মাত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على رسوله سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين ٥

সত্য-প্রচার নামক বিজ্ঞাপনের অসারতা

হজরত আমিরোশ-শরিয়তে বাঙ্গালা, হাদিয়ে জামান, আওলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ ফুরফুরার পীর ছাহেব কেবলা ফরিদপুরে ওয়াজ শরিফ এরশাদ করেন। তথাকার লোকেরা উক্ত হজরতকে কাদেরিয়া ও চিশতিয়া তরিকার জলি জেকর সম্বন্ধে ও তথাকার নিজামদ্দীন খাঁ ছাহেবের মুরিদ্গণের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন, ইহাতে হজরত পীর ছাহেব কেবলা যে উত্তর প্রদান করেন এবং নিজামদ্দীন খাঁ ছাহেবের পক্ষ সমর্থনকারি মৌলবী মোহাম্মদ আবদুর রহমান, মৌলবি মোহাম্মদ আবদুল আলীম ও মৌলবি সৈয়দ গোলাম মোর্ত্তজা আলী ছাহেবগণ সত্য-প্রচার নাম বিজ্ঞাপনে যে প্রতিবাদ করিয়াছেন, আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত এই প্রবন্ধে করিব।

হজরত পীর ছাহেব জলি জেকর সম্বন্ধে বলেন, কাদরিয়া ও চিশ্‌তিয়া তরিকায় আওয়াজ করিয়া জেকর করা জায়েজ আছে, কিন্তু সেই আওয়াজের হদ আছে। যেইরূপ আওয়াজে লোকের ঘুম না ভাঙ্গে

এবং নামাজ নষ্ট না হয় এবং লোকের বিরক্তি না জন্মে, সেইরূপ আওয়াজ করা যাইতে পারে। তাহার চেয়ে অধিক আওয়াজ করা নাজায়েজ ও মকরুহ তহরিমি ইহা "ফৎহোল-কাদির!" কেতাবে আছে।

ইহা হজরত পীর ছাহেবের এরশাদ। ইহা বর্ণে বর্ণে সত্য।

ফাতাওয়ায়-আছয়াদিয়া, ১৩/১৪ পৃষ্ঠা; —

فان قلت صرح في الخيانية بان رفع الصوت بالذكر حرام لقوله صلى الله عليه و سلم لمن رفع صوته بالذكر انك لا تدعوا اصم و لا غائبا ; قوله عليه الصلوة و السلام خير الذكر الخفي لانه ابعد من الرياء و اقرب الى الخضوع محمول على الجهر الفاحش المضر *

"যদি তুমি বল, কাজিখান কেতাবে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, জেকর করিতে শব্দ (আওয়াজ) উচ্চ করা হারাম, কেননা যে ব্যক্তি জেকরে উচ্চ শব্দ করিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, নিশ্চয় তুমি বধির ও অনুপস্থিতকে ডাকিতেছ না।" আরও নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, খফি জেকর উৎকৃষ্ট জেকর, যেহেতু উহা রিয়াকারি হইতে সমধিক দূর এবং বিনয়ের সমধিক নিকট। কাজিখানের রেওয়াএত উক্ত জেকর সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, যাহা অতি উচ্চ শব্দে করা হয় এবং ক্ষতি কর।"

রদ্দোল মোহতার, ৫/২৭৮ পৃষ্ঠা ;—

قد حرر المسئلة في الخيرية و حمل ما في فتاوي القاضى على الجهر المضر *

"এই মছলাটি ফাতাওয়ার-খয়রিয়াতে লিখিত আছে এবং ফাতাওয়ার কাজিখানের এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে যে, যে জেকর

এইরূপ উচ্চ শব্দে করা হয় যে, উহা (নামাজ, নিদ্রা ইত্যাদির) ক্ষতিকর হয়, উহা হারাম হইবে।''

ফাতাওয়ায় -আছয়াদিয়া, ১৩ পৃষ্ঠা;—

و ان كان سؤالك عن الذكر الذي يكون خارجا مما
ذكـر فهو لا يخلو اما ان يكون في وقت صلوة او تعليم
علم فهو حرام حيث يشوش عليهم *

''যদি মছজিদের বাহিরে উচ্চ শব্দে জেকর করা সম্বন্ধে তোমার ছওয়াল হয়, তবে হয়ত উহা নামাজের ওয়াক্তে কিম্বা এলম শিক্ষা দেওয়ার সময় হইবে, ইহা হারাম হইবে, কেননা উহা নামাজি ও শিক্ষার্থীদের বিচলিত করিয়া থাকে।''

মাওলানা আবদুল হাই লোক্ষ্ণৌবী ছাহেব মজমুয়া ফাতাওয়া ১/১২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

কয়েকটি কার্য্য অনুষ্ঠান করার জন্য এই দল লোকের উপর এন্‌কার করা জরুরী, প্রথম বেশী উচ্চ শব্দে (আওয়াজে) জেকরকারী, ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে, কেননা বোখারী, মোছলেম, তেরমেজি, আবুদাউদ, আহমদ ও এবনো-শায়বা প্রভৃতি বিদ্বানগণ রেওয়াএত করিয়াছেন, (হজরত) আবু মুছা আশয়ারি (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা কোন যুদ্ধে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা প্রত্যেক উপত্যকা ভূমিতে অবতরণ করা কালে এবং প্রত্যেক উচ্চ ভূমির উপর আরোহণ করা কালে তকবির পড়িতে বেশী আওয়াজ করিতাম। ইহাতে হজরত (ছাঃ) আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে লোকেরা, তোমরা নিজেদের আত্মার উপর কোমলতা অবলম্বন কর (নরম আওয়াজে তকবির পড়), কেননা তোমরা বধির ও অনুপস্থিতকে ডাকিতেছ না, তোমরা সর্ব্বশ্রোতা ও সর্ব্ব দর্শক (খোদা) কে ডাকিতেছ। কতকগুলি আয়তে বুঝা যায় যে, চুপে চুপে ও অল্প আওয়াজে

জেকর করা মোস্তাহাব। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে বিনীত ভাবে এবং চুপে ছুপে ডাক, নিশ্চয় উক্ত আল্লাহ সীমা অতিক্রম কারিদিগকে ভালবাসেন না।

আরও আল্লাহ বলিয়াছেন ;— "এবং তুমি বিনয় সহকারে এবং ভীত ভাবে নিজের অন্তরে এবং অল্প আওয়াজে সন্ধ্যায় এবং প্রভাতে (মগরেব ও ফজরে) তোমার প্রতিপালকের জেকর কর এবং তুমি অমনোযোগীদিগের অন্তঃর্গত হইওনা।"

এমাম-রাজি নিজ তফছিরে বলিয়াছেন, তুমি তোমার অন্তরে জেকর কর, ইহার অর্থ এই যে, ভীত ভাবে চুপে চুপে জেকর কর। دون الجهر এর অর্থ, বেশী আওয়াজে না হয়, অর্থাৎ মধ্যম ধরণে জেকর হয় যেন একেবারে চুপে চুপে না হয় এবং যেন বেশী আওয়াজে না হয়, ঠিক ইহার মাঝামাঝি ভাবে হয়।

আরও আল্লাহ বলিয়াছেন, "এবং তুমি নিজের নামাজে বেশী আওয়াজ করিওনা এবং উহা গুপ্তভাবে সম্পাদন করিও না এবং এতদুভয়ের মধ্যে তুমি পন্থা অবলম্বন কর (অর্থাৎ) মাঝামাঝি আওয়াজে পড়।"

বয়হকি হজরতের এই হাদিছটি রেওয়াএত করিয়াছেন ; — "চুপে চুপে জেকর করাই উৎকৃষ্ট জেকর"।

হেদায়ার টীকা নেহায়া কেতাবে আছে, আমাদের মজহাবে জেকরগুলির মধ্যে চুপে চুপে জেকর করা মোস্তাহাব, কিন্তু যে স্থলে উহা লোককে জানান উদ্দেশ্যে হয়, যেরূপ আজান ও লাব্বায়কা বলা, (এস্থলে উচ্চ শব্দে সম্পন্ন করা বাঞ্ছিত)। হেদায়া প্রণেতার ন্যায় অনেক হানাফী বিদ্বান্‌গণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, বেশী আওয়াজে জেকর করা বেদয়াত, উহার মূল নিয়ম গোপন করা। মূল মন্তব্য এই যে, আওয়াজের সহিত (জেহরিয়া ভাবে) জেকর করা জায়েজ হইবে। কিন্তু বেশী আওয়াজ করা

নিষিদ্ধ হইয়াছে। অল্প আওয়াজের জেকর (জলি জেকর) অপেক্ষা চুপে চুপে জেকর করা উত্তম, বেশী আওয়াজে জেকর করাতে কতকগুলি দোষ ঘটিয়াই থাকে, প্রথম নিদ্রিতদিগের নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দেওয়া। দ্বিতীয় নামাজিদিগের মনকে বিচলিত করিয়া দেওয়া, ইহাতে তাহাদের নামাজে ভুল হইয়া থাকে, তৃতীয় নামাজের বিনয় ভাব নষ্ট করিয়া দেওয়া, এইরূপ বহু সংখ্যক দোষ ঘটিয়া থাকে। যদি তুমি ইহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে আশা রাখ, তবে মৎপ্রণীত **'ছাবাহাতোল ফেকর'** পাঠ কর''।

মাওলানা শাহ্ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ দেহলবী কওলোল জমিলের ৪২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و بين ما نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم حيث قال اربعوا الخ ۔

''কাদেরিয়া তরিকায় যে জলি জেকর করার নিয়ম আছে, উহা বেশী আওয়াজে নহে, কাজেই এই তরিকার জলি জেকর ও নবি (ছাঃ) এর নিম্নোক্ত নিষেধ সূচক হাদিছের মধ্যে বিরোধ ভাব রহিল না। যেহেতু হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা নিজেদের প্রাণের উপর কোমলতা কর (শেষ পর্য্যন্ত)।''

উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, যেরূপ আওয়াজে জেকর করিলে, লোকের নামাজ, নিদ্রা কিম্বা এল্‌ম শিক্ষার আঘাত জন্মিয়া থাকে, এইরূপ আওয়াজে জেকর করা হারাম। আর অতিরিক্ত বেশী আওয়াজে জেকর করা যদিও ক্ষতিকর না হয়, হারাম হইবে। ইহা কোরআন ও হাদিছ হইতে সমর্থিত ।

ফাতাওয়ায়-গোয়াছিয়ায় হাশিয়ার মুদ্রিত ফাতাওয়ায় এবনোনজিম, ১৭৯ পৃষ্ঠা; —

سئل عن رفع الصوت فى المسجد بالذكر هل هو حرام
(اجاب) نعم هو حرام *

"তিনি জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, জেকর কালে মছজিদে বেশী আওয়াজ করা কি হারাম হইবে? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, হাঁ, উহা হারাম হইবে।

আবশাহ আন্নাজায়েরের হাশিয়ায় -হামাবী, ৫৬০ পৃষ্ঠা ;—

و يمنع من رفع الصوت بالذكر فى المسجد *

"মছজিদে বেশী আওয়াজে জেকর করিতে নিষেধ করা হইবে"।

আরও উক্ত পৃষ্ঠা ;—

و قد صح عن ابن مسعود رضى الله عنه انه سمع قوما اجتمعوا فى مسجد يهللون و يصلون على النبى عليه الصلوة و السلام جهرا فراح اليهم و قال ما عهدنا ذلك على عهده عليه الصلوة و السلام و ما ازا كم الا مبتد عين فما زال يذكر ذلك حتى اخرجهم من المسجد *

"নিশ্চয় (হজরত) এবনো-মছউদ (রাঃ) হইতে ছহিহ প্রমাণিত হইয়াছে যে, তিনি একদল লোককে মছজিদে সমবেত হইয়া বেশী আওয়াজে কলেমা পড়িতে ও নবি (ছাঃ) এর উপর দরুদ পড়িতে শ্রবণ করিয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, আমি তোমাদিগকে বেদয়াতী ব্যতীত (অন্য কিছু) ধারণা করি না, তিনি বারম্বার ইহা বলিতে লাগিলেন, এমনকি তাহাদিগকে মছজিদ হইতে বাহির করিয়া দিলেন!"

আলমগিরি, ৫/৩৫২ পৃষ্ঠা ;—

و يكره الصعق عند القرآة لانه من الريا، و هو من الشيطان و قد شدد الصحابة و التابعون و السلف

الصالحون في المنع من الصعق و الزعق و الصياح عند القراءة كذا في القنية *

"কোরান পাঠকালে চীৎকার করিয়া উঠা মক্রূহ, কেননা উহা রিয়াকারী, উহা শয়তান হইতে। নিশ্চয় ছাহাবাগণ, তাবেয়ীগণ ও সৎ প্রাচীনগণ কোরআন পাঠ কালে চীৎকার করা, চীখ্‌মারা ও উচ্চ শব্দ করা, কঠোর ভাবে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইহা কিনইয়াতে আছে।"

আরও উক্ত খণ্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা ;—

رفع الصوت عند سماع القرآن و الوعظ مكروه و ما يفعله الذين يدعون الوجد و المحبة لا اصل له و يمنع الصوفية من رفع الصوت و تخريق الثياب كذا في السراجية *

"কোরআন ও ওয়াজ শ্রবণ কালে (শ্রোতাদের) বেশী আওয়াজ করা মক্রূহ, ওজদ ও প্রেমের দাবিকারিগণ যে (জজবা) করিয়া থাকে, উহার দলীল নাই। ছুফিদিগকে উচ্চ শব্দ করিতে ও বস্ত্র গুলি ছিন্ন করিতে নিষেধ করা হইবে, ইহা ছেরাজিয়াতে আছে।"

সত্য প্রচার বিজ্ঞাপণে লেখা হইয়াছে যে, (পীর ছাহেবের) পরবর্ত্তী এশতেহারে লিখিত আছে;— চিল্লাইয়া জেকর করা জায়েজ আছে, কিন্তু তাহার হদ আছে, কিন্তু তিনি চিল্লাইতেও বলেন, আবার বলেন, দেখিও লোক যেন বিরক্ত না হয়, লোকের ঘুম না ভাঙ্গে, ইহা কিরূপ ?

আমাদের উত্তর ।

পীর ছাহেবের যাহা এরশাদ তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, সবুজ রঙ্গের বিজ্ঞাপণে অবিকল তাঁহার কথা লিখিত হইয়াছে। জরদ রঙ্গের বিজ্ঞাপণে আওয়াজ স্থলে চিল্লাইয়া লেখা, ইহা হজরত পীর ছাহেবের বিজ্ঞাপণ নহে। যিনি এই বিজ্ঞাপণ ভাষা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রম

হইয়াছে। হজরত পীর ছাহেব সবুজ রঙ্গের বিজ্ঞাপণে দস্তখত করিয়াছেন, জরদ রঙ্গের বিজ্ঞাপণ অন্য ব্যক্তি লিখিয়াছেন ও ছাপাইয়াছেন, ইহা হজরত পীর ছাহেবের বিজ্ঞাপণ নহে, এই হেতু একই তারিখে উভয় বিজ্ঞাপণ মুদ্রিত হইয়া বাহির হইয়াছে। আর যদি তিনি আওয়াজ অর্থে 'চিল্লাইয়া' লিখিয়া থাকেন, চিৎকার অর্থে নহে, তবে কোন দোষ নাই, এক স্থানের ব্যবহার এক এক রূপ হইয়া থাকে, ইহা প্রবাদ আছে, এক স্থানের বুলি, অন্য স্থানের গালি।

তৎপরে হজরত পীর ছাহেব বলিয়াছেন ;—

"যদি স্ত্রী পুরুষ আড়ালে থাকিয়া জলি জেকর করে এবং স্ত্রী লোকের গলার আওয়াজ পুরুষে শুনে এবং পুরুষের গলার আওয়াজ স্ত্রীলোকে শুনে, তবে তাহাও হারাম হইবে।

সত্য-প্রচার বিজ্ঞাপণে ইহার প্রতিবাদে লিখিত আছে, যে, আমরা এত দিন জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের গলার আওয়াজ পুরুষে শুনিলে হারাম, কিন্তু পুরুষের গলার আওয়াজ যে স্ত্রীলোক শুনিলে হারাম হইবে, ইহা মাওলানা ছাহেবের এশতেহারে এই নূতন দেখিলাম"।

আমাদের উত্তর।

হজরত পীর ছাহেবের কথার মর্ম্ম এই যে, স্ত্রীলোক ও পুরুষ লোক আড়ালে থাকিয়া জলি জেকর করিতে থাকিলেও প্রত্যেকে অন্যের আওয়াজ শুনিতে পাইলে, হিতে বিপরীত হইয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ কুফল ফলিতে দেখা গিয়াছে যে, উভয় দলের রিয়াকারিমূলক জজবা এত শ্রবণ হইয়া থাকে যে, এক পক্ষ পর্দ্দার বাঁধ অতিক্রম করতঃ অন্যের উপর পতিত হইয়া মহা পাপের সৃষ্টি করে। খুলনা জেলার কোন স্থানে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল যে, একটি স্ত্রীলোক একটি পুরুষের উপর

পতিত হইয়া মহা অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছিল।

দোর্রাল - মোখতারে আছে :—

و كل ما ادى ابى ما لا يجوز لا يجوز *

"যে কার্য্য নাজায়েজ কার্য্যের সৃষ্টি করে, উহা নাজায়েজ হইবে।"

এই স্ত্রীপুরুষের জজবা নর্ত্তন - কুর্দ্দন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি পাঠ করুন।

তাহতাবি, ৪/১৭৩ পৃষ্ঠা ;—

"কাহাস্তানীতে লিখিত আছে, ইবলিছই প্রথমে সঙ্গীত সৃষ্টী করিয়াছিল এবং ছামিরী শিষ্যগণই সর্ব্বপ্রথমে নর্ত্তন-কুর্দ্দন ও ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। যে সময়ে ছামিরী স্বীয় শিষ্যদিগের জন্য রক্ত মাংশময় শব্দকারী গো-বৎসের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেই সময় তাহারা দণ্ডায়মান হইয়া নর্ত্তন-কুর্দ্দন করিয়াছিল এবং ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা কাফেরদেরও গো বৎস পূজকদের ধর্ম্ম। ইহা তফছিরে কোরতাবিতে আছে। তরিকায় মোহাম্মদীতে আছে, কোরআন শরিফ স্পষ্টভাবে নর্ত্তন-কুর্দ্দন নিষেধ করিয়াছে। জখিরা কেতাবে উহা গোনাহ কবিরা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। রাজি বলিয়াছেন, উহার হারাম হওয়ার প্রতি এজমা হইয়াছে। জালালদ্দীন গিলানী বলিয়াছেন, উহা হালাল ধারণা করিলে, কাফের হইতে হয়।"

এইরূপ তফছিরে জোমেলের ৩/১০৭ পৃষ্ঠায় তফছিরে কোরতবী হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

তফছিরে কবির, ৭/২৪৭ পৃষ্ঠা ;—

"কাতাদা বলিয়াছেন, কোরআন শরিফে হইতে সপ্রমাণ হয় যে, অলিউল্লাহগণের লক্ষণ এই যে, মোকাশফা ও মোশাহাদার সময়ে একবার তাহাদের শরীরের লোম শিহরিয়া উঠে এবং অন্যবার আল্লাহতায়ালার জেকেরের জন্য তাহাদের চর্ম্ম ও হৃদয় কোমল হইয়া যায়। আর উক্ত কোরআন শরিফে ইহা সপ্রমাণ হয় না যে, তাঁহাদের জ্ঞান বিলুপ্ত হয় এবং তাঁহাদের শরীর বিকম্পিত হয়, ইহাতে সপ্রমাণ হয় যে, যদি এই অবস্থাগুলি সংঘটিত হয় (অর্থাৎ যদি জ্ঞান রহিত হয় এবং শরীর বিকম্পিত হয়), তবে নিশ্চয় উহা শয়তান কর্ত্তৃক হইবে।"

তফছিরে - মায়ালেম, ৬/৬১ পৃষ্ঠা ;—

'ইহা অলিউল্লাহদিগের লক্ষণ, আল্লাহ তাহাদের লক্ষণ প্রকাশে বলিয়াছেন যে, তাহাদের চর্ম্ম শিহরিয়া উঠে এবং খোদার জেকরে তাঁহাদের অন্তর শান্তি প্রাপ্ত হয়। খোদা তাঁহাদের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন নাই যে, তাহারা হত জ্ঞান ও অচৈতন্য হইয়া পড়েন, ইহা বেদয়াতি সম্প্রদায়ের মধ্য হইয়া থাকে ইহা শয়তান কর্ত্তৃক হয়।'

হজরত ওরওয়ার পুত্র জোবাএদের পৌত্র আবদুল্লাহ বলিয়াছেন, আমি আমার দাদি (হজরত) আছমা বেন্তে আবুবকরকে বলিয়াছিল যে, যে সময় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর ছাহাবাগণের নিকট কোরান পাঠ করা হইত, তাঁহারা কিরূপ করিতেন? তিনি বলিলেন, মহিমান্বিত ও মহা-গৌরবান্বিত আল্লাহ তাঁহাদের যেরূপ লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা সেইরূপ ভাবাপন্ন হইতেন, তাঁহাদের চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইত এবং তাহাদের চর্ম্ম শিহরিয়া উঠিত। তৎশ্রবণে আমি বলিলাম, বর্ত্তমান কালে কতকগুলি লোকের আবির্ভাব হইয়াছে, যখন তাহাদের কেহ অচৈতন্য হইয়া পড়ে। ইহাতে তিনি বলিলেন, আমি খোদার নিকট বিতাড়িত শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।"

তফছিরে খাজেন, ৬/৬১ পৃষ্ঠা :—

"নিশ্চয় (হজরত) এবনো-ওমার (রাঃ) একজন এরাকবাসি ভূ-পতিত লোকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ইহার অবস্থা কি? লোকে বলিল, যখন তাহার নিকট কোরান পাঠ করা হয়, অথবা সে আল্লাহতায়ালার জেক্‌র শ্রবণ করে, তখন সে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া যায়। ইহাতে (হজরত) এবনো-ওমার (রাঃ) বলিলেন, নিশ্চয় আমরা খোদার ভয় করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা ভুপতিত হইনা। তিনি বলিলেন, নিশ্চয় শয়তান তাহাদের মধ্যে কাহারও উদরে প্রবেশ করিয়া থাকে, কারণ ইহা (হজরত) আহম্মদ (ছাঃ) এর ছাহাবাগণের কার্য্য ছিল না।

হজরত এবনো-ছিরিনের নিকট যাহাদের নিকট কোরান পাঠ করা হইলে, অচৈতন্য হইয়া পড়ে, তাহাদের সমালোচনা করা হইয়াছিল। ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, আমাদের ও তাহাদের মধ্যে এই শর্ত্ত নির্দ্ধারিত হউক যে, তাহাদের কেহ গৃহের উপরি ভাগে (উর্দ্ধ চুড়াতে বা ছাতে) দুই পদ বিস্তার পূর্ব্বক উপবেশন করুক। তৎপরে তাহার নিকট প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোরাণ পাঠ করা হউক, ইহাতে যদি সে ব্যক্তি নিজেকে ভুতলে নিক্ষেপ করে, তবে সে ব্যক্তি সত্যবাদী।"

আলমগিরি, ৫/৩৮৮ পৃষ্ঠা ;—

من جواهر الفتاوي قال السماع و القول و الرقص الذي يفعله المتصوفة في زماننا حرام لا يجوز القصد اليه و الجلوس عليه و و هو الغناء و المزامير سواء *

"জওয়াহেরোল-ফাতাওয়াতে আছে, বর্ত্তমান জামানার ছুফি নামধারিগণ যে সঙ্গীত, কাওয়ালী ও নর্ত্তন-কুর্দ্দন করিয়া থাকে, উহা হারাম। তথায় গমণ করা ও উপবেশন করা জায়েজ নাই। এই নর্ত্তন-কুর্দ্দন ও সঙ্গীত বাদ্য একই সমান।"

শামি, ৩/৪৯৫ পৃষ্ঠা :—

বাজ্জাজিয়া কেতাবে বর্ণিত হইয়াছে, এই সঙ্গীত বাঁশী বাজান ও নর্ত্তন-কুর্দ্দন হারাম হওয়ার প্রতি এমামগণ এজমা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমি শায়খোল - ইছলাম জালালোল - মিল্লাতে অদ্দীন কেরমানির ফাতাওয়াতে দেখিয়াছি যে, নিশ্চয় যে ব্যক্তি নর্ত্তন-কুর্দ্দন করা হালাল জানে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

মাওলানা আবদুল হাই ছাহেব মজমুয়া - ফাতাওয়ার, ১/১২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"দোররাতোল - মনিফা, রদ্দোল - মোহতার ও বাজ্জাজিয়া প্রভৃতি বহু হানাফী ও শাফেয়ী ফৎওয়া লেখকগণ উল্লেখ করিয়াছেন, নিশ্চয় নর্ত্তন-কুর্দ্দন ও সঙ্গীত যাহা বর্ত্তমান যুগের ছুফিকুল জেকরের সময় করিয়া থাকে, উহা হারাম, উহা নিষেধ করা ওয়াজেব। নেছাবোল ইছতেছাবে আছে, নর্ত্তন-কুর্দ্দন ও ছেমা জায়েজ নহে। জখিরা কেতাবে উহা গোনাহ কবিরা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যে পীরেরা উহা মোবাহ বলিয়াছেন, উহা উক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে বলিয়াছেন, যাহাদের শরীরে কম্পন ব্যাত - ব্যাধিরোগ গ্রস্তদের তুল্য হইয়াছে (অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা করিয়াও সম্বরণ করিতে না পারে)। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও শরিয়তে এইরূপ নর্ত্তনের অনুমতি নাই।"

তৎপরে সত্য-প্রচার লেখকেরা এই হাদিছটি কি পাঠ করেন নাই।"

মেশকাত, ৪১০ পৃষ্ঠা ;—

عن انس قال كان للنبى صلى الله عليه و سلم حاد يقال له انجشة و كان حسن الصوت فقال له النبى صلعم رويدك يا انجشة لا تكسر القوارير قال قتادة يعنى ضعفة النساء متفق عليه *

''আন্নাছ বলিয়াছেন, নবি (ছাঃ) এর একজন মিষ্ট-স্বরের উষ্ট্র চালক ছিল, সে আঞ্জাশা নামে অভিহিত হইত এবং মিষ্টস্বর বিশিষ্ট ছিল। ইহাতে নবি (ছাঃ) তাহাকে বলিয়াছেন, কে আঞ্জাশা, তুমি থাম. কাঁচের শিশিগুলিকে চুর্ণ করিয়া ফেলিওনা। কাতাদা বলিয়াছেন, কাঁচের শিশিগুলির অর্থ দুর্ব্বল স্ত্রীলোকগণ। বোখারি ও মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।''

মোল্লা আলি কারি 'মেরকাতের ৪/৬১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

امره ان يغض من صوته الحسن خشية ان يقع فى قلوبهن موقعا لضعف عزائمهن و سرعة تاثيرهن فى النهاية و كان يحدد و ينشد القريض و الرجز فلم يامن ان يصيبهن *

''নবি (ছাঃ) এই আশঙ্কায় তাহার মিষ্টস্বরকে নত করিতে বলিয়াছিলেন যে, পাছে তাহাদের অন্তঃকরণ তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, কেননা তাহারা দুর্ব্বলচেতা ও সত্বরেই প্রভান্বিত হইয়া পড়ে।''

''নেহায়াতে আছে, উক্ত আঞ্জাশা উষ্ট্র চালাইত এবং একটি শ্লোক, শ্লোকের অর্দ্ধেক কিম্বা তৃতীয়াংশ পড়িত। ইহাতে সে তাহাদের মন আকর্ষণ করিয়া ফেলিবে, হজরত এই আশঙ্কা করিয়া ছিলেন।''

ইহাতে বুঝা যায় যে, পুরুষের যে মিষ্টস্বরে স্ত্রীলোকেরা আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, উহা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে শ্রবণ করা হারাম।'

আরও মেশকাত, ২০ পৃষ্ঠা ;—

العينان زنا هما النظر و الاذنان زنا هما الاستماع رواه مسلم *

''হজরত বলিয়াছেন, দৃষ্টিপাত করা দুই চক্ষের জেনা (ব্যভিচার) এবং শ্রবণ করা দুই কর্ণের জেনা।''

ইহাতে বুঝা যায় যে, পুরুষে কাম ভাবে স্ত্রীলোকের দিকে এবং স্ত্রীলোকে কাম ভাবে পুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, যেরূপ জেনার গোনাহ হয়, সেইরূপ পুরুষে কামভাবে স্ত্রীলোকের কথা ও স্ত্রীলোকে পুরুষের কথা কাম ভাবে শ্রবণ করিলে, কর্ণের জেনা হইবে। ইহাতে ফুরফুরা শরীফের হজরত পীর ছাহেবের কথা সত্যতা প্রমাণিত হইল কি না?

তৎপরে কাহারও প্রশ্নের উত্তরে হজরত পীর ছাহেব বলিলেন, জ্বেন, ভূত ও দৈত্য ছাড়াইতে যাইয়া মেয়ে লোকের কাণ ধরিয়া উঠান বসান বা অন্য কোন প্রকারে বেগানা আওরতকে দেখা বা স্পর্শ করা হারাম"।

ইহা অতি সত্য কথা, যদি নেজামদ্দিন খাঁ ছাহেবের মুরিদ বা কোন খলিফা এইরূপ কার্য্য করেন, তবে তাহাদের এইরূপ হারাম কার্য্য হইতে বিরত থাকা উচিত।

হজরত বড় পীর ছাহেব ছেরোঁল - আছরার কেতাবের ২।১৬৯ ১৭১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

فاما مذهب الخلولية فانهم يقولون النظر الى بدن
الجميلة و الامرد حلال لهم يرقصون و يدعون التقبيل و
المعانقة مباح و هذا كفر محض و اما الشمرنية فانهم
يحلون الدف و الطنبور و باقي الملاهي و لا حلال بينهم
من جهة النساء و هم كفار و دمهم مباح و اما الاباحية
فانهم يتركون الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و
يحلون الحرام و يبيحون النساء *

"(বেদয়াতি) খলুলিয়া ফকিরেরা বলিয়া থাকে যে সুন্দরী স্ত্রী লোক ও কিশোর বয়স্ক বালকদিগের দিকে দষ্টিপাত করা হালাল, তাহাদের চুম্বন ও আলিঙ্গন করা মোবাহ হওয়ার দাবি করে এবং নর্ত্তন-কুর্দ্দন করিয়া থাকে, ইহা খাঁটি কাফেরি।"

"সামরানিয়া ফকিরেরা দফ, তানপুরা ও অবশিষ্ট বাদ্য হালাল, জানে এবং তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের হালাল (হারাম) বলিয়া কোন ভেদা ভেদ নাই। ইহারা কাফের এবং ইহাদের রক্তপাত করা হালাল। এবাহিয়া ফকিরেরা সৎকার্য্যে আদেশ দেওয়া ও অসৎ কার্য্যে নিষেধ করা ত্যাগ করিয়া থাকে। হারাম কে হালাল জানে এবং স্ত্রীলোকদের খেদমত মোবাহ জানিয়া থাকে।"

দোর্রোল - মোখতার, ৪/৫২ পৃষ্ঠা ;—

فلا يحل مس وجهها و كفها و ان امن الشهوة *

"বেগানা স্ত্রীলোকের চেহারা ও হস্তের তালু স্পর্শ করা জায়েজ নহে যদিও কাম ভাব হইতে নির্ভয় হয়"

আরও উক্ত পৃষ্ঠা ;—

فان خاف الشهوة او شك امتنع نظره الى وجهها
و هذا في زمانهم و اما في زماننا فيمنع من الشابة *

"যদি কেহ কামভাবের ভয় কিম্বা সন্দেহ করে, তবে উক্ত স্ত্রীলোকের চেহারা দেখিতে নিষেদ করা হইবে, ইহা তাঁহাদের জামানার ব্যবস্থা, কিন্তু আমাদের জামানায় যুবতী স্ত্রীলোকের চেহারা দেখা (প্রত্যেক অবস্থায়) নিষেধ করা হইবে।"

হজরত বড় পী ছাহেব ফতুহোল - গায়েব কেতাবে এবং হজরত মোজাদ্দেদে - আলফে - ছানি ছাহেব মকতুবাত শরিফে লিখিয়াছেন ;

كل طريقة ردته الشريعة فهو زندقة *

"যে তরিকতকে শরিয়ত রদ করিয়া দেয়, উহা বড় কাফেরি।"

তরিকায়ে - মোহম্মদীর টীকা, ১/১৩০ - ১৫৫ পৃষ্ঠা ;—

"বর্ত্তমান কালের অধিকাংশ ছুফী নামাধারী ব্যক্তির শরিয়তের বিপরীত কার্য্য কলাপ দেখিয়া লোকে তাহাদের উপর এনকার করিলে, তাহারা দাবি করিয়া প্রকাশ করেন যে, এই কার্য্য জাহেরী এলম অনুযায়ী হারাম, কিন্ত আমরা তরিকত ও হকিকত পন্থী বিদ্বান এবং ইহা আমাদের বাতেনি এলম অনুযায়ী হালাল। তোমরা কেতাব হইতে (মছলা) শিক্ষা কর এবং আমরা উক্ত কেতাবের প্রচারক (হজরত) মোহম্মদ (ছাঃ) হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকি। যে সময়ে আমাদের পক্ষে কোন ব্যবস্থা বা বিধান কঠিন হইয়া পড়ে, তখন আমরা তাঁহার নিকট হইতে ফৎওয়া লাভের চেষ্টা করিয়া থাকি। যদি উহাতে মনের শান্তি হয়, তবে শুভ, নচেৎ স্বয়ং খোদাতায়ালার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করি। আমরা নির্জ্জন বাস ও পীরের তাওয়াজ্জোহের প্রভাবে খোদা প্রাপ্তি স্থান লাভ করিয়া থাকি, ইহার ফলে আমাদের পক্ষে এলম সমূহ প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং এই জন্য আমাদের পক্ষে কেতাব ও শিক্ষকের শিক্ষা গ্রহণ করার আবশ্যক হয় না। নিশ্চয় জাহিরি এলম ও শরিয়ত ত্যাগ করা ব্যতীত খোদা প্রাপ্তি লাভ হইতে পারে না। যদি আমরা বাতীল মতাবলম্বী হইতাম, তবে আমাদের পক্ষে উচ্চ উচ্চ অবস্থা কারামত, নুর দর্শন ও প্রধান প্রধান পয়গম্বরের দর্শন লাভ সম্ভবপর হইত না।"

উক্ত ছুফিদল এইরূপ বাতীল মত সমূহ প্রচার করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, এই সমস্তই কাফেরী ও গোমরাহি, কেননা ইহাতে সত্য শরিয়ত কোরান ও হাদিছকে অবজ্ঞা করা হয়, উক্ত দলীলদ্বয়ের উপর অবিশ্বাস করা হয় এবং উভয় দলীলে ভ্রমাত্মক ও বাতীল মত থাকা স্বীকার করা হয়। যে কেহ এইরূপ বাতীল মত শ্রবণ করে, তাহার পক্ষে উক্ত মতাবলম্বীর প্রতি কঠোর ঘৃণা প্রকাশ করা এবং বিনা সন্দেহে অবিলম্বে উক্ত মত বাতীল হওয়ার প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজেব। যদি উহার প্রতি এনকার

না করে বা সন্দেহের সহিত এনকার করে, তবে সে ব্যক্তিও উক্ত দলের মধ্যে গণ্য হইবে। উপরোক্ত মতাবলম্বী ছুফিগণকে নিঃসন্দেহে কাফের হওয়ার হুকুম দেওয়া যাইবে। বিদ্বানগণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, এলহাম বা স্বপ্ন দ্বারা শরিয়তের আহকাম প্রমাণিত হইতে পারেনা, বিশেষতঃ যখন উক্ত এলহাম বা স্বপ্ন কোরাণ ও হাদিছের খেলাফ হয়। ছুফি সম্প্রদায়ের নেতা এবং তরিকত ও হকিকত পন্থী দলের অগ্রণী জোনাএদ বাগদাদী (কোঃ) বলিয়ছেন, ''যাহারা (হজরত) নবিয়ে করিম (ছাঃ) এর অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্যতীত প্রত্যেকের উপর খোদা প্রাপ্তির পথ সমূহ রুদ্ধ।'' আরও তিনি বলিয়াছেন, ''যে ব্যক্তি কোরাণ শরিফের আহকাম স্মরণ না করিয়াছে ও হাদিছের মর্ম্ম সমূহ লিপিবদ্ধ বা গ্রহণ না করিয়াছে, তরিকত সম্বন্ধে তাহার অনসরণ করা যাইতে পারে না, কারণ আমাদের মা'রেফাত জ্ঞান ও মজহাব কোরাণ ও হাদিছের মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে।

পীর ছরিছাকৃতি (রঃ) বলিয়াছেন, তাছাওয়াফ তিনটি বিষয়েকে বলা হয় ;— প্রথম যেন ছুফির মা'রেফাতের জ্যোতিঃ ও পরহেজগারির নূর নির্ব্বাপিত না হয়, দ্বিতীয় এলমে - বাতেনি সম্বন্ধে যেন এইরূপ মত প্রকাশ না করে যাহা কোরাণ শরিফের স্পষ্ট মর্ম্মের বিপরীত হয়, তৃতীয় কারামত যেন তাহাকে খোদাতায়ালার নিষেধ সমূহকে অগ্রাহ্য করিতে উৎসাহিত না করে, কারণ শরিয়তের আদেশ নিষেধ লঙ্ঘনে যে অলৌকিক কার্য্য পরিলক্ষিত হয়, উহা কারামত নহে, বরং শয়তানের ভেক্কি (এস্তেদরাজ)। তুমি ইহা জানিয়া রাখ যে, এলম অনুযায়ী আমল করা এবং উক্ত আমলের প্রতি স্থিরতা ও পরহেজগারি কারামত উপেক্ষা উত্তম।''

আরও তরিকায় মোহাম্মদীয়া ৩৮০ - ৩৮৭ পৃষ্ঠা ;—

''হজরত আবু এজিদ বাস্তামী বলিয়াছেন, ''যদি তোমরা কোন ব্যক্তিকে বায়ুর উপর উপবিষ্ট দর্শন কর, তথাপি যতক্ষণ তাহাকে শরিয়তের

আদেশ নিষেধ পালন করিতে বা ইছলামের সীমা রক্ষা করিতে না দেখ, ততক্ষণ তাহা কর্ত্তৃক প্রতারিত হইও না এবং তাহাকে অলি বলিয়া ধারণা করিও না। ইহাতে বুঝা যায় যে, যদি কোন পীর মুরিদগণকে শরিয়তের খেলাফ কার্য্য করিতে দেখিয়া বা শুনিয়া নিষেধ না করেন, তবে সেই পীর ও দোষী হইবেন।

তৎপরে হজরত পীর ছাহেব বলিয়াছেন, আমি নিজামদ্দীন খাঁনকে ভাল মনে করিয়া তা'লিমের এজাজত দিয়াছি।

'ইহার প্রতিবাদে সত্য-প্রচার বিজ্ঞাপণে লিখিত হইয়াছে ;— মহারাজপুরের সভায় মৌলানা সাহেব বলিয়া গিয়াছেন যে, পুড়রার পীর ছাহেব আমার মুরিদ নয়, আমার ভাইরও মুরিদ নয়।"

আবার তিনি এশতেহারে লিখিয়াছেন, "আমি তাঁহাকে এজাজত দিয়াছি, ইহার অর্থ কি ? আমরা জানি, পুড়রার পীর ছাহেব মৌলানা আবুবকর সাহেবের মুরিদও নন, অথবা তাঁহার নিকট হইতে তা'লিমের এজাজত ও নেন নাই। তিনি হজরত মৌলানা গোলাম ছালমানি ছাহেবের ও ব্যাণ্ডেলের হজরত শাহ সৈয়দ আবদুল বারী সাহেবের মুরিদ ও খলিফা।"

আমাদের উত্তর।

পুড়রার পীর ছাহেব কলিকাতা টিকাটুলিতে ফুরফুরায় হজরত পীর ছাহেবের প্রধান খলিফা হজরত ছুপি তা'জেম্মোল হোছেন সাহেবের নিকট কি দাএরায় জেলালের ছবক নেন নাই? তৎপরে তিনি নাজমোন্নেছা নাম্নী একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের সঙ্গে ফুরফুরার হজরতের নিকট টীকাটুলী উপস্থিত হইয়া কি এজাজত লন নাই? যদি ইহার স্বাক্ষী থাকে, তবে তিনি, মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হইবেন কি না?

তিনি কি লোকের সাক্ষাতে ইহা বলেন নাই যে, যে যাহাই বলুক, আমি ফুরফুরার হজরতের নিকট এজাজত লইয়ায়িছ? আমরা ইহার সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারি। তিনি যে পীর মাওলানা গোলাম ছালমনি ছাহেবের

মুরিদ ও খলিফা, যতক্ষণ ইহার ছনদ পেশ করিতে না পারেন, ততক্ষণ এই দাবি মিথ্যা। আমরা উক্ত হজরতের হস্তের লেখা ও দস্তখত চিনি। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র মাওলানা আবুল বারাকাত মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ছাহেব ও চেনেন। এখনও কলিকাতা ও হুগলি মাদ্রসার দফতরে তাঁহার দস্তখত ও বহু হস্ত লিপি বর্ত্তমান আছে। উক্ত হজরতের এখনও বড় বড় খলিফা মওজুদ আছেন, তাঁহারা পুড়রার পীর ছাহেবকে উক্ত হজরতের খলিফা বলিয়া স্বীকার না করিলে, কিরূপ তাঁহার খেলাফত সাব্যস্ত হইবে? পাবনার শাহ মাহতাব উদ্দিন ছাহেব ইহার বিশেষ তত্ব বলিতে পারিবেন। অনেকের গরজের বেলা দাবি করে যে, আমি অমুক পীরের খলিফা, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা ঠিক নহে। কেহ বা বলে যে, আমি অমুকের নিকট এজাজত লইয়াছি, কিন্ত স্বার্থের বেলায় উহা অস্বীকার করিয়া বসে, কিন্তু জানিয়া রাখা উচিত যে, এইরূপ বে-আদবিতে তাহার পীরত্ব বরবাদ হওয়া ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না। অনেক স্থলে আদবওয়ালা তালেবকে দেখা গিয়াছে যে, শয়তানের ভেকি দেখিয়া ও নর্ত্তন-কুর্দ্দনকে ফকিরি বুঝিয়া দাবি করিয়া বসে যে, দুনইয়াতে আরকোন পীর নাই, আমরা কেহ গওছ ও কেহ কোতব সাজিয়াছি, কিন্তু তাহারা একথা জানে না যে, মানুষ অলি হইলে, প্রথমে ফানায়কালব হইয়া থাকে, ইহাতে আত্ম গরিমা, অহঙ্কার ইত্যাদি দূরীভূত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে এই দলের রীপু এত সতেজ হয় যে, আত্ম গরিমাতে মত্ত হইয়া আমার মত কেহ নাই দাবি করিয়া বসে, ইহারা বেলাএতের দরজা লাভ করা দূরে থাকুক, বেলাএতের অর্থ জানেন না।

কোরান শরিফে আছে ;—

و الله لا يحب كل مختال فخور *

"আল্লাহ প্রত্যেক গর্ব্বকারি আত্মাভিমানীকে ভাল বাসেন না।"

আরও কোরানে আছে ;—

فلا تزكوا انفسكم

"অনন্তর তোমরা নিজেকে নির্দ্দোষ মনে করিও না।"

ছহি মোছলেম ;—

يقول الله تعالى الكبرياء ردائى و العظمة ازاري فمن نازعنى واحدا منهما ادخلته النار *

"আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন, আত্ম-গরিমা আমার চাদর স্বরূপ ও গৌরব আমার তহবন্দ স্বরূপ, যে ব্যক্তি উভয় বিষয়ের কোন একটিতে আমার সহিত বিরোধ করে, আমি তাহাকে দোজখে দাখিল করিব।

ছহিহু মোছলেম ;—

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণ অহঙ্কার থাকে, সে ব্যক্তি (হিসাব অন্তে) বেহেশতে দাখিল হইবে না।"

ছহিহ তেরমেজি ;—

হজরত বলিয়াছেন, লোকে আত্ম-গরিমা করিতে থাকে, এমনকি অহঙ্কারীদিগের মধ্যে তাহাদের নাম লিখিত হয়, অহঙ্কারদিগের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, ইহার অদৃষ্ট তাহাই ঘটিবে।

"অহঙ্কারীরা কেয়ামতের দিবস মানুষ্যদিগের আকৃতিতে পিপীলিকার ন্যায় পুনর্জীবিত হইবে, প্রত্যেক স্থান হইতে তাহাদিগকে লাঞ্ছিত হইতে হইবে, তাহারা দোজখের "বুলাছ" নামীয় কারাগারের দিকে বিতাড়িত হইবে। তাহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন অগ্নিতে দগ্ধীভূত করিবে এ দোজখদিগের বিগলিত পুঁজ রক্ত পান করান হইবে।

শেষ কথা এই যে, হজরত পীর ছাহেবের শিক্ষাদাতা পীরের নাম হাম্মদ-দাব্বাছ, কিন্তু তিনি তা'লিমের এজাজত লইয়াছেন, পীর আবু ছইদ

(রঃ) হইতে। পুড়রার পীর ছাহেব ফুরফুরার হজরতের মুরিদ না হইলেও তা'লিমের এজাজত লইতে বাধা কি আছে? সকলকে ইহা জানিয়া রাখা উচিত, সহস্র সহস্র বড় বড় মৌলবি মাওলানা যাঁহার জুতা বারদারি করিয়া থাকেন, এক আধ জন তাঁহার সহিত নেমক হারামী করিলে তাঁহার কি ক্ষতি হইবে? বরং নেমক হারাম ছাহেবের পরকাল নষ্ট হইবে।

তৎপরে সত্য-প্রচার লিখিত হইয়াছে;—

মাওলানা ছাহেব লিখিয়াছেন, — তাঁহার মুরীদগণ ঐরূপ কার্য্য করিতেছে'' তিনি কোন প্রমাণে ঐরূপ লিখিয়াছেন, তিনি পুড়রার পীর ছাহেবের মুরীদকে নাজায়েজ কার্য্য করিতে কি দেখিয়াছেন? যদি না দেখিয়া থাকেন, তবে একজনের উপর এইরূপ মিথ্যা দোষারোপ করা কি মাওলানা ছাহেবের মত লোকের সঙ্গত হইয়াছে?

আমাদের উত্তর ;—

লেখকদিগের দাবিতে বুঝা যায় যে, চক্ষে না দেখিলে কোন কথা প্রমাণিত হয় না। তাঁহারা কি খোদাকে দেখিয়াছেন হজরত নবী (ছাঃ) কে দেখিয়াছেন ? হজরত নবি (ছাঃ) যে ব্যাভিচারী, চোর ও মদ্যপায়ীদিগকে শাস্তি দিতেন, তিনি কি চক্ষে এইরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন? লেখকগণ যে মৌলবী পাশ করিয়াছেন, ইহা কি দেশের সমস্ত লোক দেখিয়াছিলেন, যদি না দেখিয়াথাকেন, তবে উক্ত ছাহেবত্রয়কে লোকদের মৌলবি বলা মিথ্যা কি না? এই যে হাদিছগ্রন্থগুলিতে রাবিদের দোষগুণের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, মোহাদ্দেছগণ তৎসমস্ত কি দেখিয়াছিলেন?

জনাব, আপনারা নিজ পীরের অন্ধ ভক্ত তজ্জন্যই তাঁহার মুরিদগণের দোষরাশি দেখিয়াও ধামাচাপা দিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু দেশের শত শত লোক সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তাঁহার মুরিদগণ এই এইরূপ শরিয়তের খেলাফ কার্য্য করিতেছেন, কাজেই পীর ছাহেব তাঁহাদের সাক্ষ্য বিশ্বাস করিয়া দেশ হইতে হারাম কার্য্য দূর করার উদ্দেশ্যে উহা প্রকাশ করিয়াছেন,

ইহা মিথ্যা দোষারোপ নহে, বরং ইহা তাঁহার পক্ষে ওয়াজেব। তিনিত আপনাদের ন্যায় সত্য গোপনকারী নহেন যে, টাকা ও স্বার্থের খাতিরে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করিবেন !

শামি, ৫/২৮৯/২৯০ পৃষ্ঠা ;—

"লোকদের ঈমান বাঁচাইবার জন্য বেদয়াত মত প্রচারক আলেমদিগের বা দরবেশ দিগের নিন্দাবাদ করা জায়েজ।"

এমাম নবাবী 'রেয়াজোছ-ছালেহিন' কেতাবের ২৭৪/২৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ; —

মুছলমানদিগের লোকেরা অপকারিতা হইতে সাবধান করা ও তাহাদের হিতকল্পে হাদিছের রাবিদের দোষ বর্ণনা করা জায়েজ, বরং ওয়াজেব। বেদয়াতি ও বদকার আলেমের দোষ বর্ণনা করা ওয়াজেব।"

হজরত পীর ছাহেব নিজের ওয়াজেবি কার্য্য আদায় করিয়া সঙ্গত কার্য্যই করিয়াছেন।

সত্য-প্রচারে আছে ;— আমরা আশা করি, বাংলার সর্ব্ব সাধারণের এই বিষয়গুলি নিরপেক্ষ ভাবে সমালোচনা করিয়া দেখিবেন, ইহাই আমাদের আরজ।

আমাদের উত্তর ;—

যিনি সমস্ত বাংলা ও আসামের পীর, সূদুর হিন্দুস্থান, আফগানিস্থান, বোখারা, এমন কি আরবের লোকও যাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লালায়িত, তাঁহার নামে লেখক পীর শব্দ যোগ করিতে কুণ্ঠীত হইলেন, আর তাঁহাদের অজ্ঞাতনামা পীর — যাহাকে সেই অঞ্চলের লোক ব্যতীত কেহ চিনে না, তাঁহার নামে এই 'পীর' শব্দের বহর যোগ করা আদব ও ভদ্রতার পরিচায়ক বটে !

৭

—ঃ সমাপ্ত ঃ—